4

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ছাত্রীদের প্রতিবাদ

মাদারীপুরের ডাল ডালি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গত ২৬শে নভেম্বর নির্ধারিত বার্ষিক পরীক্ষা দেয়নি। তারা এদিন পরীক্ষা বর্জনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছে স্কুলের তিনজন ছাত্রীর ওপর ঘটা লাঞ্ছনার।

স্কুল–কলেজগামী কিশোরী ও তরুণীদের নানাভাবে উত্যক্ত করার ঝোঁকটি সম্প্রতিকালে বেশ বেড়ে উঠেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কিংবা একে রুখে দাঁড়াবার ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটে। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে ছোটখাটো মারামারি থেকে শুরু করে বন্দুকযুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডও ঘটে। তবে স্কুলের ছাত্রীদের টিজিং–এর প্রতিবাদে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের ঘটনাটি নতুন ধরনের। এ ঘটনায় মেয়েদের নিজেদের সক্রিয় বিরোধিতাটি বেশ লক্ষণীয়।

মেয়েদের প্রতি ছেলেদের আকর্ষণের বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু 'ইভ টিজিং'–এর ভেতর দিয়ে যা প্রকাশ পায় তা স্বাভাবিক সুন্দর এই আকর্ষণ নয়, বরং তা হল রিরংসা, মেয়েদের প্রতি অসম্মান ও অশ্রদ্ধা। তরুণদের একটি মূল্যবোধহীন অংশ রাস্তাঘাটে মেয়েদের লাঞ্ছিত করাকে নিজেদের বাহাদুরি বলেও মনে করে।

অনেকে বলেন, এইসব বখাটের বিরুদ্ধে জোর পুলিশী ব্যবস্থা প্রয়োজন। অধুনালুপ্ত সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইনের একটি ধারায় এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান ছিল। কিন্তু এই ধরনের বখাটেদের ধরা, বিচার করা ও সাজা দেয়ার প্রক্রিয়াটি সহজ নয়। বড় ধরনের কিছু না ঘটলে সাক্ষ্য–প্রমাণের অভাবে কিছু করা যায় না। তবে একথা ঠিক স্থানীয় থানা, বিশেষ করে টহল পুলিশ তাদের তৎপরতা আন্তরিকভাবে চালালে পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রাস্তাঘাটে 'ইভ টিজিং' যে একটি বড় সমস্যা তা যেন ভুক্তভোগী মেয়েদের বাইরে আর কেউ বুঝতেই চায় না।

আমরা মনে করি, দেশ জুড়ে যেসব কারণে মস্তানি–দাঙ্গাবাজির মনোভাব বেড়েছে, সেসব কারণ যথাসম্ভব দূর করা গেলে ঘরের বাইরে মেয়েদের চলাচলকেও নিরাপদ করা যাবে। যারা চাঁদা তোলে, হাঙ্গামা করে, মূলত তাদেরকেই মেয়েদের উত্যক্ত করতে দেখা যায় বেশি—একথা অস্বীকার করবে কে। আমরা মাদারীপুরের উক্ত স্কুলটির ছাত্রীদের প্রতিবাদের প্রশংসা করি। স্থানীয় প্রশাসন বখাটেদের কি করে মোকাবেলা করেন সেদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।